বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট (বিএএসডি)

বার্ষিক প্রতিবেদন

মেয়াদঃ ১ জুলাই ২০২১ - ৩০ জুন ২০২২

১১০ মনিপুরীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

ফোনঃ ০২৫৫০২৭৬১৮, মোবাইলঃ ০১৭১৩৪৫১৮৪৯

ই-মেইলঃ basdbd91@gmail.com, bsgomes52@gmail.com

Web site: basd-bd.org, Facebook: Basd Ngo

Facebook Page: BASD, YouTube: BASD You Tube Channel

ভূমিকাঃ

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর সাসটেইনাবল ডেভেলপমেন্ট (বিএএসডি) দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগণের সামাজিক, শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং মানুষের কষ্ট, দারিদ্র্যতা, অন্যায় অত্যাচার প্রতিরোধ করার জন্য ১লা জুলাই ১৯৯১ সালে

যাত্রা শুরু করে। বিএএসডি, সমাজসেবা অধিদপ্তর (নিবন্ধন নং: ঢ-০৩২২১, তারিখ:১৪/১২/৯৪), মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (নিবন্ধন নং: ০৫৫১৮-০৪৪২৬-০০৪৩১, তারিখ:২২/০৭/২০০৯) ও এনজিও বিষয়ক ব্যুরো (নিবন্ধন নং: ৮৮৬, তারিখ: ০৯/০১/১৯৯৫) এর নিবন্ধনভুক্ত। সংস্থার কার্য এলাকা হচ্ছে:- (১) ঢাকা জেলা, (২) নারায়নগঞ্জ জেলা, (৩) গাজীপুর জেলা, (৪) সুনামগঞ্জ জেলা, (৫) মৌলভিবাজার জেলা, (৬) খুলনা জেলা (৭) কক্সবাজার জেলা এবং (৮) বাগেরহাট জেলা। প্রধান প্রধান কার্যক্রমগুলি হচ্ছে- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দক্ষতা উন্নয়ন, টেকসই কৃষি/পারমাকালচার, পরিবেশ সম্মত গ্রাম/ইকো ভিলেজ ডিজাইন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন, ক্ষুদ্র ঋণ, স্মরণার্থীদের জন্য ত্রাণ কার্যক্রম, ত্রাণ ও পুণর্বাসন, দেশী-বিদেশী ও সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সাথে নেটওয়ার্কিং করা।

বিএএসডির ভিশনঃ

বিএএসডি সমাজ রূপান্তরের ক্ষেত্রে এমন প্রত্যাশা করে, যেখানে সকলেই মানবিক মর্যাদাসহ জীবনের পূর্ণতা ভোগ করতে পারবে।

বিএএসডির মিশনঃ

বিএএসডি একটি যোগ্য, কার্যকরী এবং শিক্ষামূলক সংস্থা হিসাবে কাজ করে থাকে, যার মাধ্যমে সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূর, নিগৃহীত ও দু:স্থ মানুষকে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সহায়তা দিয়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করা।

বিএএসডি এর কার্যকরী পরিষদঃ

ক্র. নং	নাম	পদবী
১.	মিসেস নূরজাহান বেগম	সভাপতি
২.	মি. সুব্রত রিচমন্ড জয়ধর	সহ-সভাপতি
৩.	মি. বনিফেস সুব্রত গমেজ	সাধারণ সম্পাদক
৪.	মিসেস অলকা হালদার	সহ-সাধারণ সম্পাদক
৫.	মি. সুবাস চন্দ্র হালদার	কোষাধ্যক্ষ
৬.	মিসেস লাকী গ্লোরীয়া রীতা গমেজ	সদস্য
৭.	রেভা. এবং ড. প্রিন্স বাড়ৈ	সদস্য
৮.	মি. সুবীর বার্নাবাস কোড়াইয়া	সদস্য
৯.	মি. স্বপন কুমার হালদার	সদস্য

বিএএসডি এর সাধারণ পরিষদঃ

ক্র. নং	নাম
১.	মি. চন্দন জেড গমেজ
২.	ফা. ইগনেসিয়াস গমেজ এস. জে
৩.	মি. স্টিফেন পি. সিংহ
৪.	মি. ফেলিক্স এস. গমেজ
৫.	মিস সারা শ্রাবনী দাস
৬.	মিসেস কেকা অধিকারী
৭.	ফা. জেমস কে. রোজারিও
৮.	মি. বিলাস বি. গমেজ
৯.	রেভা: বায়রণ পি. বনিক
১০.	মি. সুবোধ সি. গমেজ
১১.	মি. অমল এ. গমেজ
১২.	মিস জ্যোতি হালদার

১৩.	মিসেস সান্তনা মমতাজ
১৪.	মিসেস নাজরানা ইয়াসমিন হীরা
১৫.	মি. মাইকেল দে
১৬.	মি. প্যাট্রিক এ. রড্রিক্স
১৭.	মি. মিলন লুইস গমেজ
১৮.	মি. হেমন্ত টি. গমেজ
১৯.	মি. জেমস এস. কে. অধিকারী
২০.	মিসেস হাবিব আরা বেগম
২১.	মি. বাদল সি. থেটা
২২.	মেজর (অবসরপ্রাপ্ত) বিজয় ম্যানুয়েল ডি প্যারিস
২৩.	মিসেস অমৃতা রোজারিও
২৪.	মি. গাব্রিয়েল রোজারিও

উপদেষ্টা/এমবাসেডার পরিষদঃ

ক্র. নং	নাম	
১.	ড. টমাস কস্তা	এমবাসেডার
২.	মি. এম. এম. রহমত উল্লাহ	এমবাসেডার
৩.	মি. লুইস এম. বৈরাগী	এমবাসেডার
৪.	অ্যাড. এডমন্ড গমেজ	উপদেষ্টা
৫.	মিসেস বার্থা গীতি বাড়ৈ	উপদেষ্টা
৬.	মি. ফরহাদ আহমেদ আকন্দ পম্পি	উপদেষ্টা

বিএএসডি এর ৪ ধরণের কাযক্রম রয়েছে, যথা-

ক) দাতাগোষ্ঠীর অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পসমূহ
খ) প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা
গ) ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম এবং
ঘ) অন্যান্য কার্যক্রম।

ক) দাতাগোষ্ঠীর অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পসমূহঃ

বিএএসডি ২০২১-২২ অর্থ-বছরে দাতা সংস্থার আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত প্রকল্প- ৪ টি, প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা কার্যক্রম- ১টি এবং মাইক্রোক্রেডিট প্রকল্প- ৬ টি, মোট= ১১টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে, নিম্নে প্রকল্পগুলির বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হলো:

১। প্রকল্পঃ "Climate Change Resilience and Food Security"

ঠিকানাঃ ইউনিয়নঃ বানিশান্তা ও লাউডোব, উপজেলাঃ দাকোপ, জেলাঃ খুলনা এবং
ইউনিয়নঃ সুন্দরবন ও চিলা, পৌরসভাঃ মোংলা, জেলাঃ বাগেরহাট

দাতাগোষ্ঠীঃ Caritas Luxembourg & CAFOD

বাজেটঃ ৳ ১,৩৬,৪৭,৫৯৬/-

মেয়াদঃ ১লা জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ (১ম বর্ষ)। এটি ২০২১-২০২৬ সাল পর্যন্ত, মোট ৫ বছর মেয়াদী প্রকল্প।

কর্মীঃ পুরুষঃ ১০, মহিলাঃ ৫, মোট = ১৫ জন

উপকারভোগী: শিশুঃ ২২০০, মহিলাঃ ৭৯৫৯, পুরুষঃ ৩৮২৪, মোট = ১৩,৯৮৩ জন

জনগণের পেশা: মৎস্য চাষ, কৃষি কাজ, মাছের পোনা সংগ্রহ, বিক্রি ও মধু সংগ্রহ করা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ:

- দুর্যোগ প্রবণ এলাকায় গরিব ও ঝুঁকিপূর্ণ মানুষ বিশেষ করে নারী সমাজ যাতে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে শিক্ষা লাভ করে, নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন করে, জীবন জীবিকার উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন ও উন্নত জীবন যাপন করতে পারে।
- দরিদ্র, ঝুঁকিপূর্ণ ও সাধারণ জনগণ জীবন রক্ষা, বাড়িঘর রক্ষা, গৃহপালিত পশু পাখি রক্ষা, বাড়ির জিনিসপত্র রক্ষা, শস্য ও সবজি রক্ষার জন্য দক্ষতা ও কৌশল রপ্ত করা সহ তা বাস্তবায়ন করতে পারে।
- নেটওয়ার্কের নেতা-নেত্রীবৃন্দ ও কর্মীবৃন্দের সাথে নিয়মিত শিক্ষা সহভাগিতা করা, শিক্ষা সফর ও কার্যক্রম মনিটরিং করা, যাতে সাধারণ জনগণ বৈরি আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মধ্যে থেকে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর জীবন যাপন করতে পারে।
- সমমনা এনজিও এবং প্রতিষ্ঠান যাতে ইকোভিলেজ ও পারমাকালচার নকশাকরণ এবং জৈব কৃষি বিষয়ে সক্ষমতা অর্জন করতে পারে।

কার্যক্রম:

প্রধান প্রধান কার্যক্রমের নাম	**বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা (২০২১-২২)**	**বার্ষিক অর্জন (২০২১-২২)**
অ্যাডভোকেসি, নেতৃত্ব এবং ব্যবস্থাপনা (ALM) বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা	৯৬ জন/৪ দিন	৯৬ জন/৪ দিন
লিঙ্গ বৈষম্য,অধিকার ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে এগুলির প্রভাব বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সভা ও নাটক করা	২০০ জন/ ৮ টি সভা/ নাটক -২ টি	২০০ জন/ ৮ টি সভা/নাটক - ২ টি
দলীয় হিসাব, দ্বন্দ নিরসন ও ফেসিলিটেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা	৯৬ জন/৪ দিন	৯৬ জন/৪ দিন
পরিবেশ কৃষি খামার (AEF) বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা	৯৬ জন/৪ দিন	৯৬ জন/৪ দিন
পরিবেশ কৃষি খামার তৈরির কৌশলগুলি সম্পর্কে শিক্ষা প্রদানের জন্য প্রদর্শনী তৈরি করা	৯৬ টি প্রদর্শনী	৯৬ টি প্রদর্শনী
১৯২ জন AEF প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের শিক্ষা ১২০০ নারীর মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য এলাকা ভিত্তিক সভা করা	৫০০ জন/২০ টি সভা	৫০০ জন/২০ টি সভা
মাটির গুণগত মান উন্নয়নে মাটি পরীক্ষা করা, উন্নত করা, সহযোগিতা করা, তত্ত্বাবধান করা	৪৮ টি প্লট	৪৮ টি প্লট
ইকো-ভিলেজ ডিজাইন এডুকেশন (EDE) প্রশিক্ষণ প্রদান ও ফলোআপ করা	২৪ জন/১৮ দিন	২৪ জন/১৮ দিন
স্ব-নির্ভর দলের সদস্যদের জন্য পারমাকালচার ডিজাইন কোর্স (PDC) করা ও ফলোআপ করা	২৪ জন/৬ দিন	২৪ জন/১২ দিন
ক্ষুদ্র পারমাকালচার প্রদর্শনী খামার তৈরি করা	১টি খামার	১টি খামার
সেরা ৪২ টি PDC প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের প্রদর্শনী বাগান তৈরিতে সহায়তা প্রদান করা	৪২ টি প্রদর্শনী বাগান	২৫ টি প্রদর্শনী বাগান
অতীতের তৈরি জলবায়ু পরিবর্তন সহনীয় বাড়ি সংস্কার করা, সাথে জলবায়ু পরিবর্তন সহনীয় সবজি ও ফল চাষ করা	২৫ টি বাড়ি ও বাগান	২৫ টি বাড়ির ও বাগানে আংশিক সহযোগিতা করা।
সামাজিক বনায়ন প্রদর্শনী করা	২৪ টি প্রদর্শনী	২৪ টি প্রদর্শনী

প্রধান প্রধান কার্যক্রমের নাম	**বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা (২০২১-২২)**	**বার্ষিক অর্জন (২০২১-২২)**
পারমাকালচার ও ইকোভিলেজ বিষয়ক ব্রশিউর তৈরি ও	২ টি/ ৩০০০ কপি	২ টি/ ৩০০০ কপি

মুদ্রণ করা		
টেকসই ব্যবসা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা	২৪ জন/৩ দিন	২৪ জন/৩ দিন
উৎপাদিত কৃষি পণ্য ও মৎস্য সংরক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা	২৪ জন/৩ দিন	২৪ জন/৩ দিন
গরু-ছাগল, কবুতর, মৌমাছি, মৎস্য, মুরগি পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা	২৪ জন/৩ দিন	২৪ জন/৩ দিন
নারীর আয় বৃদ্ধির জন্য ছোট আকারে কৃষি-পরিবেশ বিষয়ক ক্ষুদ্র প্রকল্প/ব্যবসা শুরু করা	৩৫ টি ক্ষুদ্র প্রকল্প	৩৫ টি ক্ষুদ্র প্রকল্প
স্ব-নির্ভর দল ও নেটওয়ার্কের জন্য পলিসি তৈরী ও চলমান পলিসি সংশোধন করা	১। অর্থনৈতিক নীতিমালা ২। শিশু নিরাপত্তা নীতিমালা, ৩। লিঙ্গ বৈশম্য হ্রাস নীতিমালা ৪। স্ব-নির্ভর দল ও নেটওয়ার্ক ম্যানুয়্যাল	১। অর্থনৈতিক নীতিমালা, ২। শিশু নিরাপত্তা নীতিমালা, ৩। লিঙ্গ বৈশম্য হ্রাস নীতিমালা ৪। স্ব-নির্ভর দল ও নেটওয়ার্ক ম্যানুয়্যাল
২টি চলমান নেটওয়ার্কের নেত্রীবৃন্দকে শক্তিশালী করার জন্য নেতৃত্ব, ব্যবস্থাপনা, হিসাব, ক্ষুদ্র ব্যবসা বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা করা	২০ জন/প্রশিক্ষণ-৪ দিন ও শিক্ষা সফর- ৪ দিন	২০ জন/প্রশিক্ষণ-৪ দিন ও শিক্ষা সফর- ৪ দিন
জৈব সবজি বাজারজাতকরণের জন্য ক্ষুদ্র ব্যবসায় আর্থিক সহযোগিতা করা	৪ টি দোকান, প্রতিটি দোকানকে ৩৭,৫০০ টাকা দেওয়া হবে	৪ টি দোকান, প্রতিটি দোকানকে ৩৭,৫০০ টাকা দেওয়া হয়েছে
পারমাকালচার বিষয়ক মেলার আয়োজন করা	১টি	২টি/৭০০ জন
অর্ধ-বার্ষিকী নিউজ লেটার, ওয়েব সাইট, হাতে ও মেইলের মাধ্যমে প্রকাশ করা	২টি	২টি
দুর্যোগে জরুরি সহায়তা প্রদান করা	৪০০ পরিবার	৪০০ পরিবার

সাফল্যের গল্প
ঝর্ণা মন্ডলের সংগ্রামী জীবন কাহিনী

খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলার পূর্ব খেজুরিয়া গ্রামের একটি দরিদ্র পরিবারের গৃহবধু মিসেস ঝর্ণা মন্ডল। স্বামী মি. চিত্ত মন্ডল, একজন মটর সাইকেল চালক। তাদের ১টি মেয়ে ও ১টি ছেলে। দৈনিক মটর সাইকেল ভাড়ায় চালিয়ে যা আয় করতেন তা দিয়ে সংসার চালিয়ে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া করানো অতি কষ্ট সাধ্য ছিল। দু:খ যন্ত্রনা ছিল তাদের নিত্যদিনের সঙ্গী। একদিন মিসেস ঝর্ণা মন্ডল জানতে পারেন, বিএএসডি পূর্ব খেজুরিয়া গ্রামে স্ব-নির্ভর দল গড়ে তুলেছে। মিসেস ঝর্ণা মন্ডল, পরিবারের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য স্ব-নির্ভর দলের সদস্য পদ গ্রহণ করেন। ২০১৪ সালে তিনি স্ব-নির্ভর দলের সাধারণ সদস্য থেকে সভানেত্রী পদে নির্বাচিত হন।

মিসেস ঝর্ণা মন্ডল বিএএসডি এর **"Climate Change Resilience and Food Security"** প্রকল্পের মাধ্যমে পারমাকালচার ডিজাইন কোর্স (PDC) ও TOT প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন ও পরিবেশের উন্নয়নে কাজ শুরু

করেন। নিজের বাড়ীতে জৈব সবজি উৎপাদন করেন ও বাজারজাত শুরু করেন। গ্রামের আরও ১০টি পরিবার থেকে সবজি নিয়ে বাজারে বিক্রি করতে থাকেন। বানীশান্তা বাজারে একটা জৈব সবজির দোকান দেওয়ার জন্য তিনি স্ব-নির্ভর দল থেকে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ টাকা) ঋণ গ্রহণ করেন। দোকান দেওয়ার পর প্রাথমিক পর্যায়ে দৈনিক বেচাকেনা হয় ৪০০ থেকে ৬০০ টাকা পর্যন্ত। দিনের পর দিন বেচাকেনা বাড়তে থাকে। বর্তমানে তার দৈনিক বেচাকেনা ৪,০০০/- থেকে ৬,০০০/- টাকা পর্যন্ত। জৈব সবজির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তার দোকানে বেচাকেনার হিড়িক পড়ে যায়। যার ফলে তার পরিচিতি ও সুখ্যাতি উত্তোর উত্তোর বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার চোখে মুখে এক অপূর্ব পরিতৃপ্তি ফুটে উঠেছে। তিনি বলেন. "আমি এখন স্বামী সন্তান নিয়ে সুখে আছি। আমাকে এই সুযোগ দেওয়ার জন্য বিএএসডি ও দাতাগোষ্ঠীকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই"।

২। প্রকল্পঃ Capacity Enhancement and Resource Integration for Area Resilience (CERIAR-5)

ঠিকানাঃ ইউনিয়নঃ চিলা ও চাঁদপাই, পৌরসভাঃ মোংলা, জেলাঃ বাগেরহাট

দাতাগোষ্ঠীঃ **Tearfund** Australia

বাজেটঃ ৳ **৫২,০৩,৯৫৫/-**

মেয়াদঃ ১ জুলাই, ২০২১ - ৩০ জুন, ২০২২ পর্যন্ত

কর্মীঃ পুরুষঃ ৫, মহিলাঃ ৫, মোট = ১০ জন

উপকারভোগীঃ শিশুঃ ৩,৩১০, মহিলাঃ ১,৯৩০, পুরুষঃ ১,০৯৫, মোট = ৬,৩৩৫ জন

জনগণের পেশাঃ মৎস্য চাষ, বন্দরে কাজ করা, কৃষি কাজ ও মধু সংগ্রহ করা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহঃ টিয়ারফান্ড অস্ট্রেলিয়ার আর্থিক সহযোগিতায় বিএএসডি ২০০৫ সালে দাকোপের বানিশান্তায় কাজ শুরু করে। পরবর্তীতে কার্য এলাকা পরিবর্তন করে ২০০৬ সাল থেকে মোংলা এলাকায় কার্যক্রম শুরু হয়। ২০১২ সালের জুলাই মাসে চিলা ও চাঁদপাই ইউনিয়ন দু'টিকে কর্ম এলাকা হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

- নেটওয়ার্ক ও স্বনির্ভর দলের নেতাদের সক্ষমতা এমনভাবে বৃদ্ধি করা হবে, যাতে করে দলসমূহের একজন নেত্রীর পরিবর্তন হলেও অন্যজন নেতৃত্ব দিতে পারেন।
- নেটওয়ার্ক ও স্বনির্ভর দলের সদস্যদের নিজেদের ব্যবস্থাপনায় আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম ও পরিবেশ-কৃষি কার্যক্রম (জৈব সার ব্যবহারের মাধ্যমে) এবং অন্যান্য উৎস ব্যবহারের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি করা।
- শিশু ক্লাব সমূহ ও শিশু ক্লাবের সদস্যদের মধ্যকার বন্ধন সুদৃঢ় করার মাধ্যমে শিশু ক্লাবের কার্যক্রমকে টেকসই উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাওয়া।
- কমিউনিটির লোকদের কোভিড-১৯ জনিত সংক্রামন সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা এর প্রতিরোধ গড়ার মাধ্যমে স্থানীয় জনগণকে রক্ষা করা।

কার্যক্রমঃ

প্রধান প্রধান কার্যক্রমের নাম	**বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা (২০২১-২২)**	**বার্ষিক অর্জন (২০২১-২২)**
প্রশিক্ষণ ম্যানুয়্যাল, পদ্ধতি এবং উপকরণ সংশোধন করার জন্য ওয়ার্কশপ করা	২৪ জন/১ দিন	২৩ জন/১দিন
সৃজনশীল প্রশিক্ষণ পদ্ধতি উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা	১৫ জন/২ দিন	১৫ জন/২দিন
দ্বন্দ নিরসন, দুর্নীতি এবং প্রতারণা ইত্যাদি পলিসি বোঝানোর জন্য ওয়ার্কশপ করা	১৫ জন/২ দিন	১৫ জন/২দিন
প্রধান প্রধান কার্যক্রমের নাম	**বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা (২০২১-২২)**	**বার্ষিক অর্জন (২০২১-২২)**
নেটওয়ার্ক এবং স্ব-নির্ভর দলের নেত্রীবৃন্দদের হিসাব বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা	২৪ জন/২ দিন	২২ জন/২দিন
তথ্য সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন ফর্ম তৈরি করা	৮০০০টি ফর্ম	৮০০০ টি ফর্ম

পরিকল্পনা, প্রতিবেদন এবং নতুন শিক্ষণের জন্য নেত্রীবৃন্দদের নিয়ে দ্বি-মাসিক সভা করা	৩০ জন/৫ টি/ ৫দিন	৩০ জন/৬টি/৬দিন
প্রশিক্ষিত দলের নেত্রীবৃন্দদের নেতৃত্ব, ব্যবস্থাপনা, দ্বন্ব ইত্যাদি বিষয়ক শিক্ষা অন্যান্য নেত্রীবৃন্দদের মাঝে সহভাগিতা করার জন্য ওয়ার্কশপের আয়োজন করা	২০ জন/১দিন	১৯ জন/১দিন
দলের নির্বাচন পক্রিয়া সম্পর্কে সভা করা	২০ জন/১দিন	২০ জন/১দিন
শিশু মিলনায়তন সেন্টার তৈরিতে আংশিক আর্থিক সহায়তা প্রদান করা	১টি মিলনায়তন	১টি মিলনায়তন
শিশুদের জন্য গল্প, রচনা, কবিতা ইত্যাদি বিষয়ে ইংরেজিতে অনলাইন ভিত্তিক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা	৩টি প্রতিযোগিতা /৩০ জন	৩টি প্রতিযোগিতা/৩০ জন
IGA কার্যক্রম মূল্যায়ন করার জন্য FGD করা	৩টি FGD	৩টি FGD
সবজি বাগান, মাছ চাষ, গৃহ পালিত পশু বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান ও আর্থিক সহায়তা করা	৫০ জন/২ দিন/প্রতি জন ৪,৮০০/- টাকা	৫০ জন/২ দিন/প্রতি জন ৪,৮০০/- টাকা
সমমনা সদস্যদের নিয়ে দলীয়ভাবে আয় বৃদ্ধিমূলক ক্ষুদ্র কৃষি প্রকল্প পরিচালনা করা	১০ টি দল/১০ প্রকল্প	১০টি দল/১০ প্রকল্প
স্থানীয় স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারীদের চিহ্নিত করা বিষয়ক ওয়ার্কশপ করা	৪০ জন/ ১দিন	৩৭ জন/১দিন
বিভিন্ন সেবা লাভের জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সাথে সভা করা	৩০ জন/ ১দিন	২৮ জন/১দিন
প্রকল্পের শিক্ষণ নথিকরণ ও সহভাগিতা সভা করা	৩০ জন/১দিন	৩০ জন/১দিন
প্রশিক্ষিত শিশু নেত্রীবৃন্দদের নেতৃত্ব, ব্যবস্থাপনা, দ্বন্ব ইত্যাদি বিষয়ক শিক্ষা অন্যান্য শিশু নেত্রীবৃন্দদের মাঝে সহভাগিতা করার জন্য ওয়ার্কশপের আয়োজন করা	২০ জন/১ দিন	২০ জন/১ দিন
নতুন ম্যানুয়াল অনুযায়ী শিশু ক্লাবের সদস্যদের পুনর্গঠন বিষয়ক ওয়াকর্শপ করা	৫০ জন/১টি/ ২ দিন	৫০ জন/১টি/ ২ দিন
শিশু ক্লাব মেনুয়্যাল সংশোধন করার জন্য ওয়ার্কশপের আয়োজন করা	২০ জন/১টি/১ দিন	২০ জন/১টি/১ দিন
শিক্ষক ও নেটওয়ার্কের নেত্রীবৃন্দদের মনিটরিং করা বিষয়ক ওয়ার্কশপের আয়োজন করা	২০ জন/১ দিন	২০ জন/১টি/১ দিন
বিভিন্ন সবজি বীজ বিতরণ করা	৯০০ জন	৯০০ জন
COVID-19 সম্পর্কে সচেতনতা, প্রতিরোধ ও রক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা	৯০ জন/৩ দিন	৯০ জন/১টি/৩ দিন
পুন:ব্যবহার যোগ্য Mask বিতরণ করা	১০০০ জন/৩০০০ পিছ	১০০০ জন/৩০০০ পিছ
Hand Sanitizer বিতরণ করা	৫০০ জন/৫০০ পিছ	৫০০ জন/৫০০ পিছ
হাত ধোয়ার জন্য ডেটল সাবান বিতরণ করা	৫৭৫ জন/১১৫০ টি	৫৭৫ জন/১১৫০ টি
সন্দেহভাজন করোনা আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা, প্রয়োজনীয় খাদ্য সহায়তা ও যাতায়াত ভাড়া প্রদান করা	১০০ জন/১০০০ টাকা (চিকিৎসা ৫০০, যাতায়াত-২০০, খাদ্য-চাল ২কেজি, তেল-১ লিটার)	১০০ জন/১০০০ টাকা (চিকিৎসা ৫০০, যাতায়াত-২০০, খাদ্য-চাল ২কেজি, তেল-১ লিটার)
দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, মনিটরিং বিষয়ক ওয়ার্কশপ করা	১৫ জন/২ দিন	১৫ জন/২ দিন
কর্মী এবং বোর্ড সদস্যদের বিএএসডি এর ভিশন, মিশন, মূল্যবোধ এবং লক্ষ্য নিয়ে ওয়ার্কশপের আয়োজন করা	২০জন/২ দিন	২০জন/২ দিন

৩। প্রকল্প: Permaulture Gardening for Nutrition Development for the Rohinga Refugees & Host Communities

ঠিকানা: ক্যাম্প নং: ১৯, এবং ইউনিয়ন: রাজাপালং, উপজেলা: উখিয়া, জেলা: কক্সবাজার

দাতাগোষ্ঠী: Tearfund Australia

বাজেট: টাকা ২৫,৪২,৮৭৪/-

মেয়াদ: ১৬ নভেম্বর ২০২১- ১৫ মে ২০২২ পর্যন্ত

কর্মী: পুরুষ: ২ জন, স্বেচ্ছাসেবী: ২ জন, মোট = ৪ জন

উপকারভোগী: ১২,৫৪৩ জন

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: মিয়ানমার থেকে আগত বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের পারমাকালচার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদের আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত উন্নয়নে সহায়তা করা।

কার্যক্রম:

i) রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য:

প্রধান প্রধান কার্যক্রমের নাম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
পারমাকালচার ডিজাইন কোর্স (PDC) করা	৩৬ জন/১২ দিন	৩৬ জন /১২ দিন
সবজি বীজ বিতরণ করা	১৫০০ জন	১৫০০ জন
পারমাকালচার প্রদর্শনী বাগান তৈরি করা	৩০ টি বাগান	৩০ টি বাগান
কেঁচো সার প্রদর্শনী তৈরি করা	৩০ টি	৩০ টি
শিক্ষা সহভাগিতার জন্য পারমাকালচার ডিজাইন গার্ডেনিং বিষয়ক ব্রশিউর করা	২০০০ টি	২০০০ টি
প্রকল্প ফলাফলের উপর ভিডিও ক্লিপ তৈরি করা	১টি	১টি

ii) স্থানীয় বাঙ্গালী জনগোষ্ঠীর জন্য:

প্রধান প্রধান কার্যক্রমের নাম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
পারমাকালচার ডিজাইন কোর্স (PDC) করা	২০ জন/১০ দিন	২০ জন/১০ দিন
সবজি বীজ বিতরণ করা	১০০০ জন	১০০০ জন
পারমাকালচার প্রদর্শনী বাগান তৈরি করা	২০ টি প্রদর্শনী বাগান	২০ টি প্রদর্শনী বাগান
কেঁচো সার প্রদর্শনী তৈরি করা	২০ টি প্রদর্শনী	২০ টি প্রদর্শনী

সাফল্যের গল্প

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী এখন জৈব সবজি চাষ করছেন

আগষ্ট ২০১৭ সালে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার উখিয়াতে আশ্রয় নেয়। তাদের সাথে মিসেস খোরসেদা বেগম (৩৮) ও স্বামী মি. মো: খলিলুর রহমান, ২ মেয়ে ও ১ ছেলে নিয়ে রোহিঙ্গা ক্যাম্প নং-১৯, ইউনিয়ন: রাজাপালং, উপজেলা: উখিয়া, জেলা: কক্সবাজার এ বসবাস শুরু করেন কিন্তু ২ বছর পরে তার স্বামী ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে ক্যাম্পেই মারা যান। মিসেস খোরসেদা বেগম রোহিঙ্গা ক্যাম্প থেকে চাল, ডাল, তেল রেশন পান কিন্তু ভিটামিন জাতীয় খাদ্য খেতে পারেন না। ক্যাম্পের ভিতর খুবই কম জায়গা খালি আছে কিন্তু এত ছোট জায়গায় কিভাবে সবজি বাগান করতে হয় তা তিনি জানতেন না।

মিসেস খোরসেদার সুযোগ হয়, Tearfund Australia অর্থায়নে বিএএসডি এর "Permaculture Gardening for Nutrition Development for Rohingya Refugee & Host Communities" প্রকল্পের মাধ্যমে ফেব্রুয়ারি ২০২২ সালে ১২ দিনের পারমাকালচার ডিজাইন কোর্স (PDC) তে অংশগ্রহণ করার। মিসেস খোরসেদা বেগম, প্রশিক্ষণ পেয়ে কেঁচো সার ও জৈব সারের মাধ্যমে বাড়ির পাশে ও চালের উপর ঝুলন্ত সবজি বাগান শুরু করেন। তিনি বলেন, "ছোট জায়গাতে কিভাবে জৈব সার ব্যবহার করে বাগান করা যায় তা আমার জানা ছিল না। আমার ৩ ছেলেমেয়ে ও আমি প্রতিদিন নিজেদের বাগানের সবজি খাওয়ার বিষয় ভাবছি।" বাগানের অতিরিক্ত সবজি তিনি রোহিঙ্গাদের মাঝে বিক্রি করেন। তিনি বিএএসডি এবং দাতাগোষ্ঠীকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

শুরু থেকে এ পর্যন্ত (অর্থ বছর ২০১৯-২০২৩) এক নজরের বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য বিএএসডি সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলির প্রতিবেদনঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	বছর	পিডিসি	পারমা বাগান	ভার্মি কম্পোস্ট	বীজ বিতরণ	অন্যান্য কর্মসূচী	মোট উপকারভোগী
১	পারমাকালচার প্রশিক্ষণ	২০১৯	১৫০	-	-	১৩৫০	২০০	১৭০০
২	পারমাকালচার প্রকল্প	২০১৯	৩০	১০	৩০	১৫০০	১৫০	১৭২০
৩	পারমাকালচার প্রকল্প	২০২০	২০	২৫	২০	৫০০০	২০০	৫২৬৫
৪	পারমাকালচার প্রশিক্ষণ	২০২২	৫০	-	-	৪০০	৫০০	৯৫০
৫	পারমাকালচার বাগান	২০২২	৫৬	৩০	৫০	৫০০০	২৫০	৫৩৮৬
৬	পারমাকালচার বাগান	২০২২	৩৬	৩০	৩০	১৫০০	৩০০	১৮৯৬
৭	পারমাকালচার প্রশিক্ষণ এবং টিওটি	২০২৩	৪০	-	-	৮০০	২০০	১০৪০
	মোট	-	৩৮২	৯৫	১৩০	১৫৫৫০	১৮০০	১৭৯৫৭

৪। প্রকল্প: Economic and Ecological Capacity Building for Vulnerable Women Project-2 (EECBVW)

ঠিকানা: ইউনিয়ন: লাউডোব, উপজেলা: দাকোপ, জেলা: খুলনা

দাতাগোষ্ঠী: Microkrediet Voor Moeders, Netherlands

বাজেট: ৳ ৬,২১,৮৩০/-

মেয়াদ: ১ এপ্রিল, ২০২১ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১

কর্মী: প্রকল্পে কোন কর্মীর বেতন ধরা হয়নি, বিএএসডি এর মাইক্রোক্রেডিট প্রকল্প, আত্ম-৫, সুতারখালী শাখার ব্রান্স ম্যানেজার এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করেন।

উপকারভোগী: মহিলা: ৪৫৮ জন

জনগণের পেশা: মৎস্য চাষ, কৃষি কাজ ও মধু সংগ্রহ করা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দরিদ্র নারীদের সক্ষম করে ক্ষুদ্র ব্যবসা করার জন্য নগদ অর্থ বিতরণের মাধ্যমে তাদের আত্মনির্ভশীল করে তোলা।

কার্যক্রম:

প্রধান প্রধান কার্যক্রমের নাম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
নেতৃত্ব, দল ব্যবস্থাপনা ও দলীয় হিসাব বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা	১০ জন/২ দিন	১০ জন/২ দিন
গরু পালন ও মোটাতাজাকরণ এবং ছাগল পালন, মুরগি এবং মৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা	২০ জন/২ দিন	২০ জন/২ দিন
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, জৈব সার ও জৈব বাগান তৈরি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা	৩০ জন/২ দিন	৩০ জন/২ দিন
প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত দরিদ্র মহিলাদের ক্ষুদ্র ব্যবসা করার জন্য নগদ অর্থ বিতরণ করা	৫২ জন, প্রতি জন ১০,০০০/- টাকা	৫২ জন, প্রতি জন ১০,০০০/- টাকা করে পেয়েছেন।

খ) প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা কার্যক্রম:

২০০৩ সাল থেকে বিএএসডি দেশের বিভিন্ন জেলায় ইকোভিলেজ ও পারমাকালচার প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। এই পর্যন্ত দেশী ও বিদেশী প্রশিক্ষকদের সহায়তায় ৫০টির বেশি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালিত হয়েছে এবং ১,২০০ এর বেশি প্রশিক্ষণার্থী দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পারমাকালচার ও ইকোভিলেজ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

জলবায়ু কার্যক্রম বেগবান, খাদ্য নিরাপত্তা, বেকারদের কর্মসংস্থান, জৈব কৃষি শক্তিশালি করা, মানুষের সুখ-সাচ্ছন্দে বসবাস, নিরোগ ও আনন্দময় জীবন যাপনের জন্য পারমাকালচার ও ইকোভিলেজ ডিজাইন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অত্যন্ত সমাদৃত ও কার্যকরী ভূমিকা পালন করে আসছে।

২০২১-২২ অর্থবছরে বিএএসডি প্রতিষ্ঠান ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ, কারিতাস বাংলাদেশ ও নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে একটি দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি স্বাক্ষর করে, যাতে উল্লেখ থাকে-এই কার্যক্রম দিন দিন বৃদ্ধি করা, জনসাধারণকে প্রশিক্ষণ সহ এই কাজে উদ্বুদ্ধ করা, স্বাস্থ্যকর গ্রামে রূপান্তর করা (যেখানে বিষ বিহীন সবজি-খাদ্য উৎপাদিত হবে, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করবে, কৃষ্টি কালচার আধ্যাতিকতা পালিত হবে এবং সর্বপরি গ্রামবাসী একটি আদর্শিক সমাজ গঠন করবে। এই আদর্শিক সমাজ থেকে ছাত্র-শিক্ষক শিক্ষা লাভ করবেন, গবেষণা করবেন ও উত্তোর উত্তোর সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য যৌথভাবে কাজ করে যাবেন।

বিএএসডি বিগত বর্ষে ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের ৬ টি গ্রামসহ সারা দেশে মোট ২৫টি গ্রাম ইকোভিলেজে রূপান্তর করে। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় ও কলোমভিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক এসব গ্রাম ঘুরে ঘুরে ও জনগণের সাথে কথা বলে পারমাকালচার ও ইকোভিলেজ ডিজাইন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন।

গ) ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম:

বিএএসডি এর কর্ম এলাকার অসহায়, দরিদ্র, বিধবা, সুবিধা বঞ্চিত ও উদ্যোমী পুরুষ ও মহিলাদের একত্রিত করে সমিতি গঠনের মাধ্যমে তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং পরিবারের আয় বৃদ্ধির জন্য নিজের ও অন্যের কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সমাজের আর্থিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন করার লক্ষ্যে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করে। এর ফলে তারা এক দিকে নিজের অভাব বিমোচন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, অন্যদিকে দেশ ও সমাজ থেকে দারিদ্র্য বিমোচনে অবদান রাখেন। প্রকল্পগুলির বর্ণনা নিম্নে তুলে ধরা হল:

বিএএসডি এর মাইক্রোক্রেডিট কার্যক্রমের (অর্থ বছর ২০২১-২০২২) সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন:

ক) মোট শাখা সংখ্যা: ৬টি
খ) মোট কর্মীর সংখ্যা: পুরুষ: ১৮ জন ও মহিলা: ৯ জন, মোট = ২৭ জন
গ) মোট সদস্য সংখ্যা: পুরুষ: ৩৩৩ জন ও মহিলা: ৪,২৮২ জন, মোট = ৪,৬১৫ জন
ঘ) মোট ঋণী: পুরুষ: ২৭৯ জন ও মহিলা: ৩,৪১৫ জন, মোট = ৩,৬৯৪ জন

কার্যক্রম:

প্রধান প্রধান কার্যক্রমের নাম	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা (২০২১-২২)	বার্ষিক অর্জন (২০২১-২২)	শতকরা হার (%)	মোট (শুরু থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত)
সমিতি গঠন	১৯	১৩	৬৮%	২৭৪
সদস্য	১,২১০	৬৫০	৫৪%	৪,৬১৫
সঞ্চয় আদায়	১,০৮,৭৭,৪৫০	৭৮,৮৭,২৭৯	৭৩%	৯,০০,০৪,৮৪৭
মোট ঋণ আদায় (আসল)	৭,৮০,২৭,৬২৩	৫,০৯,৩৬,৪৩৮	৬৫%	৬১,৭৪,৭৬,৭৩২
মোট ঋণ বিতরণ (আসল)	৮,৩০,৮১,০০০	৫,৭৭,৭৬,০০০	৭০%	৬৬,৩৫,৭১,৪০০
ঋণের স্থিতি (আসল)	-	৪,৬০,৯৪,২১৮	-	৪,৬০,৯৪,২১৮
সঞ্চয় স্থিতি	-	২,০২,৬১,৬৫৮	-	২,০২,৬১,৬৫৮

হাতে নগদ+ ব্যাংক জমা	-	-	-	১,৯৯,১৭৯
মোট ফান্ড= (মোট ঋণ জের+ হাতে নগদ+ ব্যাংক জমা)	-	-	-	৪,৬২,৯৩,৩৯৭

বিএএসডি মাইক্রোক্রেডিট প্রকল্পের চলমান কার্যক্রম (শুরু থেকে এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত):

মাইক্রোক্রেডিট প্রকল্পের মোট শাখা = ৭টি
(নতুন একটি করে আরও একটি মাইক্রোক্রেডিট প্রকল্প ২০২৩ সালে খোলা হয়েছে, যা আত্মনির্ভরশীল প্রকল্প-৭, রাজঘাট শাখা, নামে পরিচিত। প্রকল্পটি উপজেলা: শ্রীমঙ্গল, জেলা: মৌলভীবাজারে অবস্থিত)
মোট কর্মীর সংখ্যা: পুরুষ: ২১ জন ও মহিলা: ৮ জন, মোট = ২৯ জন
সমিতি সংখ্যা: পুরুষ: ১৯ টি ও মহিলা: ২৭৮ টি, মোট = ২৯৭ জন
মোট সদস্য সংখ্যা: পুরুষ: ৩১৪ জন ও মহিলা: ৪,৭৮৬ জন, মোট = ৫,১০০ জন
মোট ঋণী: পুরুষ ২৭৫ জন ও মহিলা ৩,৮৪২ জন, মোট = ৪,১১৭ জন
সঞ্চয় স্থিতি: ২,০৭,৯৬,০৬২ টাকা
ঋণ স্থিতি (আসল): ৫,৬৩,১২,৭৪১/- টাকা
হাতে নগদ ও ব্যাংক জের = ১০,৫৭,৫১৮/- টাকা (৩০/০৪/২০২৩ ইং জের)
মোট ফান্ড: ৫,৭৩,৭০,২৫৯/- টাকা (ঋণ স্থিতি + হাতে নগদ + ব্যাংকে জমা)

বিএএসডি এর মাইক্রোক্রেডিট কার্যক্রমের (অর্থ বছর ২০২১-২০২২) বিস্তারিত প্রতিবেদন:

১। প্রকল্প: আত্মনির্ভরশীল প্রকল্প-১, আড়াইহাজার সদর শাখা

ঠিকানা: গার্লস স্কুল রোড, পোস্ট: + থানা: আড়াইহাজার, জেলা: নারায়ণগঞ্জ
বাজেট: ৳ ২,০৪,৪৩,৭০০/-
কর্মী: পুরুষ: ৩, মহিলা: ২, মোট = ৫ জন
উপকারভোগী: শিশু: ২০৯৬, মহিলা: ১৫৯০, পুরুষ: ১৪৭০, মোট = ৫১৫৬ জন
জনগণের পেশা: পাওয়ার লুম (মেশিন চালিত তাঁত) ও হ্যান্ড লুম (হস্ত চালিত তাঁত) চালানো, মুড়ি ও মুড়কি বানানো।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য: অসহায়, দরিদ্র, বিধবা, অধিকার বঞ্চিত নারীদের একত্রিত করে সমিতি গঠনের মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক দিক দিয়ে সচেতন করা, কর্ম সংস্থান সৃষ্টি এবং পরিবারের আয় বৃদ্ধির করার লক্ষ্যে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা।

কার্যক্রম:

প্রধান প্রধান কার্যক্রমের নাম	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা (২০২১-২২)	বার্ষিক অর্জন (২০২১-২২)	শতকরা হার (%)	মোট (শুরু থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত)
সমিতি গঠন	৪	০০	০%	৪৫
সদস্য	৩০০	১৭০	৫৭%	৮৩০
সঞ্চয় আদায়	৩০,০০,০০০	১৮,৫৮,৭৫৮	৬২%	১,৩৮,৩৫,৪৪১
মোট ঋণ আদায় (আসল)	১,৬২,৬০,০০০	১,০৬,৬২,০৬৫	৬৬%	১৭,৯৩,৫৮,৫২৬
মোট ঋণ বিতরণ (আসল)	১,৪৯,৫০,০০০	১,১২,২৮,০০০	৭৫%	১৮,৭৪,৫১,০০০
ঋণের স্থিতি (আসল)	-	৮০,৯২,৪৭৪	-	৮০,৯২,৪৭৪
সঞ্চয় স্থিতি	-	৪০,৩৩,৪৬৭	-	৪০,৩৩,৪৬৭
হাতে নগদ + ব্যাংক জমা	-	-	-	৩২,৬০৩
মোট ফান্ড = (মোট ঋণ জের+ হাতে নগদ + ব্যাংকে জমা)	-	-	-	৮১,২৫,০৭৭

সাফল্যের গল্প
মিনারার দুঃখের দিন শেষ

মিসেস মিনারা বেগম, স্বামী মি. হাবিবুর রহমান, একজন কৃষক, তারা গ্রাম: বগাদী, ইউনিয়ন: ফতেপুর, উপজেলা: আড়াইহাজার, জেলা: নারায়নগঞ্জ জেলার অধিবাসী। মিসেস মিনারা বেগম, তিন ছেলে ও দুই মেয়ে নিয়ে অতি কষ্টের সংসার চালাতেন। সকলের জন্য তিন বেলা খাবার যোগার করতে পারতেন না। টাকার অভাবে ছেলে মেয়েদের পড়ালেখা করাতে পারতেন না। এভাবে তিনি পরিবার নিয়ে অতি কষ্টে কোন রকমে জীবন কাটাতেন। নিজের কোন জমি না থাকায় পরের জমি বর্গা চাষ করতেন। কোন ভাবেই যেন সংসারের অভাব দূর হচ্ছিল না।

মিসেস মিনারা বেগমের সাথে একদিন বিএএসডির লোন অফিসার, মিসেস শিরিন আক্তারের দেখা হয়। তার পরামর্শে আরো কিছু মহিলাদের নিয়ে মিসেস মিনারা বেগম 'অগ্রণী মহিলা সমিতি' গঠন করেন এবং নিজে সভানেত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর তিনি সমিতিতে অর্থ জমা করতে থাকেন। তিনি ৫০০ (পাঁচশত) টাকা করে জমা দিয়ে প্রথমে ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। তিনি ঋণের টাকা দিয়ে লেপ-তোষকের ব্যবসা শুরু করেন। তূলা ও কাপড় কিনে নিজেরা লেপ-তোষক তৈরি করেন এবং সেই লেপ-তোষক তার স্বামী ফেরি করে গ্রামে গ্রামে বিক্রি করেন। ঋণের ৫,০০০/- টাকা পরিশোধ করে তিনি ১০,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে যথাসময়ে তা পরিশোধ করেন। পর্যায়ক্রমে ২০,০০০/- টাকা ঋণ তার ব্যবসায়ের পুঁজি বাড়ান। তিনি ব্যবসা করে নিজের সংসার চালান এবং কিস্তি নিয়মিত পরিশোধ করেন। ঋণের টাকা দিয়ে ব্যবসা করে ধীরে ধীরে উন্নতি লাভ করতে থাকেন। পরবর্তীতে তিনি ৩০,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে একটি গরু ক্রয় করেন এবং প্রতিদিন তিন থেকে ৪ লিটার গরুর দুধ বাজারে বিক্রি করেন। এভাবে পর্যায়ক্রমে বিএএসডি থেকে ৭০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ঋণ নিয়ে জমি বন্ধক রেখে তাতে কৃষি কাজ আরম্ভ করেন। তার বর্তমান সঞ্চয় জমার পরিমাণ ১৩,০০০/- টাকা ও অবশিষ্ট ঋণের পরিমাণ ত্রিশ হাজার টাকা।

ইতিমধ্যে ছেলেরা বিভিন্ন কাজের সাথে জড়িত হয়েছে। বর্তমানে তিনি তার দুই মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন এবং তাদের বিয়ে দিয়েছেন। বাড়িতে নতুন করে থাকার ঘর নির্মাণ করেছেন। তার সংসারে এখন আর কোন বড় অভাব নেই। মিসেস মিনারা বেগম পরিশ্রমের মাধ্যমে তার ভাগ্যের চাকা বদলেছেন। এখন তিনি পরিবার নিয়ে সুখে শান্তিতে বসবাস করছেন। তিনি এই উন্নতির জন্য বিএএসডিকে ধন্যবাদ জানান।

২। প্রকল্প: আত্মনির্ভরশীল প্রকল্প- ২, সুনামগঞ্জ শাখা

ঠিকানা: গ্রাম: নারায়ণতলা, ইউনিয়ন: জাহাঙ্গীরনগর, উপজেলা + জেলা: সুনামগঞ্জ
বাজেট: ৳ ২,৭৫,৬৪,০০০/-
কর্মী: পুরুষ: ৪, মহিলা: ২, মোট = ৬ জন
উপকারভোগী: মহিলা: ৯৩৪, পুরুষ: ১০৫, মোট = ১,০৩৯ জন
জনগণের পেশা: কৃষি কাজ ও নদী থেকে পাথর সংগ্রহ করা।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য: অসহায়, দরিদ্র, বিধবা, অধিকার বঞ্চিত নারীদের একত্রিত করে সমিতি গঠনের মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক দিক দিয়ে সচেতন করা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং পরিবারের আয় বৃদ্ধির করার লক্ষ্যে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা।

কার্যক্রম:

প্রধান প্রধান কার্যক্রমের নাম	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা (২০২১-২২)	বার্ষিক অর্জন (২০২১-২২)	শতকরা হার (%)	মোট (শুরু থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত)
সমিতি গঠন	৩	০	০%	৬০
সদস্য	২০০	৬৮	৩৪%	৮৪৮
সঞ্চয় আদায়	২৫,২০,০০০	২০,৬৫,১৭৩	৮২%	২,৯৩,৫০,৫৯০
ঋণ আদায় (আসল)	২,১৪,৮৫,০০০	১,৩১,৬৮,৩৭২	৬১%	১৫,৯৫,৫৬,৫৯৪
মোট ঋণ বিতরণ (আসল)	২,২১,৫০,০০০	১,৩৯,৩৫,০০০	৬৩%	১৭,০৯,৫৭,০০০
ঋণের স্থিতি (আসল)	-	১,১৪,০০,৪০৬	-	১,১৪,০০,৪০৬
সঞ্চয়স্থিতি	-	৪২,৬৭,৫৯৭	-	৪২,৬৭,৫৯৭
হাতে নগদ + ব্যাংকে জমা	-	-	-	১৬,৯৬৫
মোট ফান্ড = (মোট ঋণ জের+ হাতে নগদ + ব্যাংকে জমা)	-	-	-	১,১৪,১৭,৩৭১

সাফল্যের গল্প

তাহমিনা আক্তারের স্বাবলম্বী হওয়ার গল্প

মিসেস তাহমিনা আক্তার (৫০), স্বামী: মি. মোঃ গাজী মিয়া, ১টি ছেলে ও দুটি মেয়ে নিয়ে গ্রাম: কোনাপাড়া, ইউনিয়ন: জাহাঙ্গীরনগর, উপজেলা: সুনামগঞ্জ সদর, জেলা: সুনামগঞ্জে বসবাস করেন। তার স্বামী দিনমজুরের কাজ করে অনেক কষ্টে সংসার চলান। বাড়ির পাশে বিএএসডি এর অফিস। তাহমিনা আক্তার তার পরিবারের আর্থিক উন্নয়নের জন্য 'বিএএসডি কোনাপাড়া মহিলা সমিতি' তে ভর্তি হয়ে সঞ্চয় জমা করতে থাকেন। এরপর সমিতি হতে ২০,০০০/- টাকা লোন নিয়ে সবজি চাষ শুরু করেন। সেই বছর জমিতে সবজি খুব ভালো হয়েছিল। তিনি সবজি বিক্রি করে নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করতে থাকলেন। ঋণ পরিশোধ করে পুনরায় আবার ঋণ নিয়ে স্বামীর সাহায্য নিয়ে আবারও সবজি চাষ করলেন। এভাবে তিনি লাভবান হতে থাকেন এবং তার সংসারের অভাব একটু একটু করে দূর হতে থাকে। মিসেস তাহমিনা আক্তার নিজে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করছেন কিন্তু তিনি তার ছেলে মেয়েদের স্কুলে পাঠাচ্ছেন উচ্চ শিক্ষা দেবার আশায়। তার সংসার এখন ভালোই চলছে, তিনি এখন স্বাবলম্বী। কয়েক ধাপে ঋণ নেয়ার পর এবার ৫০,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে একটি গরু কিনেছেন, গরুটিকে মোটাতাজা করে কোরবানী ঈদে বিক্রি করার আশায়। তিনি নিয়মিত গরুটির যত্ন নেন। তিনি আশা করেন, ভালো দামে গরুটিকে বিক্রি করে লাভবান হতে পারবেন। তিনি জানান, "বিএএসডি এই ঋণ সুবিধা না দিলে আমার পক্ষে এতদূর উন্নতি করা সম্ভব হতো না। এই ঋণ সুবিধা দেয়ার জন্য আমি ও আমার পরিবার বিএএসডিকে অনেক ধন্যবাদ জানাই"।

৩। প্রকল্প: আত্মনির্ভরশীল প্রকল্প-৩, সদাসদি শাখা

ঠিকানা: ইনিয়ন: সদাসদি, উপজেলা: আড়াইহাজার, নারায়নগঞ্জ

বাজেট: ৳ ২,৩৬,৫২,৮০০/-

কর্মী: পুরুষ: ৪, মহিলা: ২, মোট = ৬ জন

উপকারভোগী: মহিলা: ১০৩০, পুরুষ: ১০৩, মোট = ১১৩৩ জন

জনগণের পেশা: পাওয়ার লুম ও হ্যান্ড লুম চালানো, মুড়ি ও মুরকি তৈরি করা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: অসহায়, দরিদ্র, বিধবা, অধিকার বঞ্চিত নারীদের একত্রিত করে সমিতি গঠনের মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক দিক দিয়ে সচেতন করা, কর্ম সংস্থান সৃষ্টি এবং পরিবারের আয় বৃদ্ধির করার লক্ষ্যে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা।

কার্যক্রম:

প্রধান প্রধান কার্যক্রমের নাম	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক অর্জন	শতকরা হার	মোট

	(২০২১-২২)	(২০২১-২২)	(%)	(শুরু থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত)
সমিতি গঠন	-	-	০০	৭২
সদস্য	২৪০	৯০	৩৮%	১,১৩৩
সঞ্চয় আদায়	১৬,৮০,০০০	১৫,৭৭,৩২১	৯৪%	২,৯২,৬২,৬০২
ঋণ আদায় (আসল)	১,৭০,১০,০০০	৯৭,০৭,৮০০	৫৭%	১৫,৯৮,০৯,৬১৬
মোট ঋণ বিতরন (আসল)	১,৮৬,৯৩,০০০	১,০৭,২১,০০০	৫৭%	১৭,০৫,৮৩,০০০
ঋণের স্থিতি (আসল)	-	১,০৭,৭৩,৩৮৪	-	১,০৭,৭৩,৩৮৪
সঞ্চয় স্থিতি	-	৪৫,৪১,৪৮৭	-	৪৫,৪১,৪৮৭
হাতে নগদ + ব্যাংক জমা	-	-	-	৮,৯৯৪
মোট ফান্ড = (মোট ঋণ জের+ হাতে নগদ + ব্যাংকে জমা)	-	-	-	১,০৭,৮২,৩৭৮

৪। প্রকল্প: আত্মনির্ভরশীল প্রকল্প- ৪, শ্রীমঙ্গল শাখা

ঠিকানা: ইউনিয়ন: সাইটুলা, উপজেলা: শ্রীমঙ্গল, জেলা: মৌলভীবাজার

বাজেট: ৳ ১,৯৩,১৭,০০০/-

কর্মী: পুরুষ: ৪, মহিলা: ১, মোট = ৫ জন

উপকারভোগীর সংখ্যা: শিশু: ১,২১২, মহিলা: ৫১৫, পুরুষ: ৫১৮, মোট = ২,২৪৫ জন

জনগণের পেশা: এলাকার জনগণ মূলত: চা-শ্রমিক।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: অসহায়, দরিদ্র, বিধবা, অধিকার বঞ্চিত নারীদের একত্রিত করে সমিতি গঠনের মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক দিক দিয়ে সচেতন করা, কর্ম সংস্থান সৃষ্টি এবং পরিবারের আয় বৃদ্ধির করার লক্ষ্যে সহজ শর্তে ঋণ সহযোগিতা প্রদান করা।

কার্যক্রম:

প্রধান প্রধান কার্যক্রমের নাম	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা (২০২১-২২)	বার্ষিক অর্জন (২০২১-২২)	শতকরা হার (%)	মোট (শুরু থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত)
সমিতি গঠন	৪	৪	১০০%	৫৫
সদস্য	২৪০	১৩৭	৫৭%	১,০০১
সঞ্চয় আদায়	২৭,০০,০০০	১৪,১২,২৩২	৫২%	৯৫,০২,২৬৫
মোট ঋণ আদায় (আসল)	১,৩৩,২০,০০০	৯৫,৯৯,২৯৭	৭২%	৭,৯১,৯৪,৭২৯
মোট ঋণ বিতরণ (আসল)	১,৫১,৯৬,০০০	১,১৯,৪১,০০০	৭৯%	৮,৮৮,৯১,৪০০
ঋণের স্থিতি (আসল)	-	৯৬,৯৬,৬৭১	-	৯৬,৯৬,৬৭১
সঞ্চয় স্থিতি	-	৪৩,৫০,৪৭৪	-	৪৩,৫০,৪৭৪
হাতে নগদ + ব্যাংক জমা	-	-	-	৬৪,৯৭৭
মোট ফান্ড= (মোট ঋণ জের+ হাতে নগদ + ব্যাংকে জমা)	-	-	-	৯৭,৬১,৬৪৮

৫। প্রকল্প নাম: আত্মনির্ভরশীল প্রকল্প- ৫, সুতারখালী শাখা

ঠিকানা: গ্রাম: রামনগর, ইউনিয়ন: কৈলাশগঞ্জ, উপজেলা: দাকোপ, জেলা: খুলনা

বাজেট: ৳ ১,০৯,২৩,০০০/-

কর্মী: পুরুষ: ২, মহিলা: ২, মোট = ৪ জন

উপকারভোগীর সংখ্যা: শিশু: ৮৫০, মহিলা: ৯৩৫, পুরুষ: ১,১২৭, মোট = ২,৯১২ জন

জনগণের পেশা: চিংড়ি ও মাছ চাষ, কাকড়া চাষ ও সবজি চাষ ও মধু সংগ্রহ করা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: অসহায়, দরিদ্র, বিধবা, অধিকার বঞ্চিত নারীদের একত্রিত করে সমিতি গঠনের মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক দিক দিয়ে সচেতনত করা, কর্ম সংস্থান সৃষ্টি এবং পরিবারের আয় বৃদ্ধির করার লক্ষ্যে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা।

কার্যক্রম:

প্রধান প্রধান কার্যক্রমের নাম	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা (২০২১-২২)	বার্ষিক অর্জন (২০২১-২২)	শতকরা হার (%)	মোট (শুরু থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত)
সমিতি গঠন	২	২	১০০%	৩৫
সদস্য	৮০	৩৩	৪১%	৬৫২
সঞ্চয় আদায়	৫,৮৫,৫০০	৫,৮১,৮৪৫	৯৯%	৭৫,৭৪,৮৯৯
মোট ঋণ আদায় (আসল)	৮২,০৫,০০০	৬০,৫১,২৮১	৭৪%	৩,৭৮,১০,০৯৪
মোট ঋণ বিতরন (আসল)	৯০,৫৯,০০০	৬৯,১৮,০০০	৭৬%	৪,২৬,৫৬,০০০
ঋণের স্থিতি (আসল)	-	৪৪,৫৫,৯৪২	-	৪৪,৫৫,৯৪২
সঞ্চয় স্থিতি	-	২৬,০৯,৪৮১	-	২৬,০৯,৪৮১
হাতে নগদ + ব্যাংক জমা	-	-	-	১৩,৬০৪
মোট ফান্ড= (মোট ঋণ জের+ হাতে নগদ + ব্যাংকে জমা)	-	-	-	৪৪,৬৯,৫৪৬

৬। প্রকল্প নাম: আত্মনির্ভরশীল প্রকল্প- ৬, লাউডোব শাখা

ঠিকানা: গ্রাম: হরিণটানা, ইউনিয়ন: লাউডোব, উপজেলা: দাকোপ, জেলা: খুলনা

বাজেট: ৳ ৩২,৮১,৫২৭/-

কর্মী: পুরুষ: ১, মোট = ১ জন

উপকারভোগী: শিশু: ২৪০, মহিলা: ২৫০, পুরুষ: ১৭০, মোট = ৬৬০ জন

জনগণের পেশা: জনগণের মূল পেশা হলো চিংড়ি ও মাছ, সবজি চাষ ও ক্ষুদ্র ব্যবসা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: অসহায়, দরিদ্র, বিধবা, অধিকার বঞ্চিত নারীদের একত্রিত করে সমিতি গঠনের মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক দিক দিয়ে সচেতন করা, কর্ম সংস্থান সৃষ্টি এবং পরিবারের আয় বৃদ্ধির করার লক্ষ্যে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা।

কার্যক্রম:

প্রধান প্রধান কার্যক্রমের নাম	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা (২০২১-২২)	বার্ষিক অর্জন (২০২১-২২)	শতকরা হার (%)	মোট (শুরু থেকে জুন'২০২২ পর্যন্ত)
সমিতি গঠন	৬	৭	১১৬%	৭
সদস্য	১৫০	১৫২	১০১%	১৫১
সঞ্চয় আদায়	৩,৯২,০০০	৩,৯১,৯৫০	১০০%	৪,৭৯,০৫০
মোট ঋণ আদায় (আসল)	১৭,৪৭,৫৭৩	১৭,৪৭,৬২৩	১০০%	১৭,৪৭,৬২৩
মোট ঋণ বিতরন (আসল)	৩০,৩৩,০০০	৩০,৩৩,০০০	১০০%	৩০,৩৩,০০০
ঋণের স্থিতি (আসল)	-	১৬,৭৫,৩৪১	-	১৬,৭৫,৩৪১
সঞ্চয় স্থিতি	-	৪,৫৯,১৫২	-	৪,৫৯,১৫২
হাতে নগদ + ব্যাংক জমা	-	-	-	৬২,০৩৬

মোট ফান্ড (মোট ঋণ জের+ হাতে নগদ + ব্যাংকে জমা)	-	-	-	১৭,৩৭,৩৭৭

ঘ) অন্যান্য কার্যক্রমঃ

১। নেটওয়ার্কঃ বিএএসডি নিম্নের নেটওয়ার্কগুলোর সাথে যুক্ত:

a. Climate Change Mitigation and Adaptation Network (C-MAN)
b. Global Ecovillage Network Oceania and Asia (GENOA)
c. Global Ecovillage Network (GEN), Scotland
d. Gaia Education, Scotland
e. Disadvantage Adolescents Working NGOs (DAWN), Thailand
f. Credit and Development Forum
g. Re-Alliance, UK

২। সভা-সমিতিঃ

এ বছরে বিএএসডি বোর্ড সদস্যদের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে:

কার্যকরী পরিষদের সভা = ৮ টি
সাব-কমিটির সভা = ১ টি
সাধারণ পরিষদের সভা = ১ টি
মোট = ১০ টি

৩। অর্থনৈতিক প্রতিবেদনঃ

জুলাই, ২০২১ থেকে জুন ২০২২ অর্থবছরের অর্থনৈতিক প্রতিবেদন সাথে সংযুক্ত করা হলো।

উপসংহারঃ

বিএএসডি এর প্রকল্পগুলি প্রায় সবগুলি দেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত। বৈশ্বিক করোনা পরিস্থিতির মধ্যে কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে বেশ অসুবিধার সম্মুখীন হলেও বিএএসডি থেমে থাকেনি বরং সমস্যা সমাধান করে এলাকার নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং বেকার/দিন মজুরদের স্বাবলম্বী করার জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সক্ষমতার উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। বিএএসডি, বৈশ্বিক করোনা পরিস্থিতি হতে মানুষ রক্ষা, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মাঝে আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত উন্নয়ন, সাইক্লোনের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের মানবিক সহায়তা এবং মাইক্রোক্রেডিট প্রকল্পের মাধ্যমে দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্ত জনগণকে আত্ম-নির্ভরশীল করে জীবনে সংগ্রাম করে বেচেঁ থাকতে শিখিয়েছে। সার্বিকভাবে বিএএসডি, সরকারী-বেসরকারী ও দেশী-বিদেশী সংস্থার সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে চলছে। বৈশ্বিক করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও দীর্ঘ একটি বছর আর্থিক সহায়তা ও সুপরামর্শ দিয়ে পাশে থাকার জন্য সকল দাতাগোষ্ঠী, যথা: Caritas Luxembourg, CAFOD, Tearfund Australia, World Vission Bangladesh, Microkrediet Voor Moeders, Netherlands, এর প্রতি বিএএসডি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, তাদের সার্বিক সহযোগিতার জন্য। বিএএসডি এর দলীয় সদস্যদের প্রতি এবং সংস্থার সকল কর্মীবৃন্দর প্রতি কৃতজ্ঞ জানাই, কেননা তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য প্রকল্পসমূহের লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হয়েছে। সর্বোপরি, বিএএসডি এর বোর্ড সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই, তাদের সুষ্ঠু পরিচালনা ও দিক নির্দেশনার জন্য।